Issue cover not available

Vol. 13 | No. 2 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গেরাসিম লেবেডেফ (প্রথম রুশীয় ভারত-তত্ত্ববিদ এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার স্থাপক)

Volume	13
Issue	2
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Akram Hossain
Published online	December 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i2.5
Pages	194-202
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গেরাসিম লেবেডেফ

প্রথম রুশীয় ভারত-তত্ত্ববিদ এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার স্থাপক

এডওয়ার্ড রেজিনিস্কি

চার বছর আগে আমি যখন সমাধিস্তম্ভ এবং চৈত্যলিপি সম্পর্কিত তালিকাগ্রন্থ (Necropolis of St. Petersburg) পর্যবেক্ষণ করি, তখন নিম্নোক্ত স্মৃতিস্তম্ভ-লিপিটি (epitaph) আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

> "লেবেডেফ, গেরাসিম স্তেপানোভিচ্ (Lebedev, Gerasim Stepanovich)
> বিদেশী কলেজে ভারতীয় ভাষার অনুবাদক
> কোর্ট কাউন্সিলর এবং নাইট্; মৃত্যু ১৫ই জুলাই ১৮১৭, বয়স ৭১ বৎসর।
> তিনিই প্রথম রাশিয়ান
> যিনি পূর্ব-ভারত পরিভ্রমণ করেন
> সেদেশীয় মানুষের রীতিনীতি অনুশীলন করেন এবং ভারতীয় ভাষাকে স্বদেশে আনয়ন করেন।"

এডওয়ার্ড রেজিনিস্কি ॥ মস্কোর National Institute of Historical Archives -এর পঞ্চম বর্ষের ছাত্র। 'ইউনেস্কো ফিচার' নম্বর ৩১৫। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৫৮ ॥

গেরাসিম লেবেডেফ···? বৃহৎ সোভিয়েট এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় তাঁর নামোল্লেখ নেই। কিন্তু আমি এবিষয়ে কৌতূহলী হই এবং অনুসন্ধান করতে মনস্থ করি। লেনিন গ্রন্থাগারে লেবেডেফের দুটো বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে: 'পূর্বভারতীয় ব্রাহ্মণদের বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় ধ্যানধারণা, তাদের ধর্মীয় আচার ও লোকাচার', সেণ্টপিটার্সবার্গ, ১৮০৫ (Objective Contemplation of the systems of the Brahmins in Eastern India : St. Petersburg, 1805) এবং 'পূর্ব-ভারতীয় সংস্কৃত শুদ্ধ ও মিশ্র কথ্য ভাষার ব্যাকরণ', লণ্ডন ১৮০১ (A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects of the Shamscrit, London, 1801)। আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্যে, প্রাচীন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ও গ্রন্থবিবরণীর (Bibliography) সাহায্য নিতে আমাকে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের দিকে পিছিয়ে যেতে হয়। সে বছরের রাশিয়ার সমালোচনামূলক পত্রিকা Historical Courier থেকে জানা গেল যে, পরিব্রাজক গেরাসিম লেবেডেফের পাঁচখানা নোটবই প্রিন্স পি. পি. ভাজিমিস্কির ঐতিহাসিক নথি-পত্র (archives) থেকে আবিষ্কৃত হয়। ভাজিমিস্কি পরিবারের সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক নথিপত্রাদি কেন্দ্রীয় সরকারী Archives-এ রক্ষিত আছে। সুতরাং লেবেডেফ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কর্মে আমাকে সেখানেই যেতে হয়। প্রকৃতপক্ষে আমি সেখানে বাদামী চামড়ায় মোড়া, সুন্দর পরিচ্ছন্ন, বিশেষত অষ্টাদশ শতকের ভঙ্গী বিশিষ্ট, হস্তাক্ষর সম্বলিত চারটি নোটবই দেখতে পাই, যেগুলি লেবেডেফের ভারতে থাকাকালীন স্বহস্তে লিখিত। পঞ্চম নোটবইটি আমি মস্কোর Central Historical Archives থেকে খুঁজে বের করি।

পরবর্তী পর্যায়ের অনুসন্ধানে রাজনীতিজ্ঞ, পরিব্রাজক ও চাকুরেদের কাছ থেকে লেবেডেফ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য থেকে ধীরে ধীরে তাঁর জীবনী সম্পর্কে স্পষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করি।

লেবেডেফের বাল্য ও কৈশোর জীবন সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় না। তবে কৈশোরে তিনি বিশ্বভ্রমণের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি লিখেছেন

'পিতার একগুঁয়ে মনোভাবের জন্য আমাকে পনের বছর পর্যন্ত শুধুমাত্র লেখাপড়াই শিখতে হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ এর মধ্যেও আমি গান বাজনা শিখেছিলাম।'

সঙ্গীতশাস্ত্রীয় জ্ঞান লেবেডেফের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সঙ্গীতের প্রসিদ্ধ পৃষ্ঠপোষক কাউন্ট এণ্ড্রু রাসুভস্কি যখন নেপল্‌স্‌-এর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন, সে সময় তাঁর সঙ্গে লেবেডেফের পরিচয় হয়। লেবেডেফের বয়স তখন ত্রিশ। রাসুভস্কি তাঁর বাজনা শুনে খুশী হন; এবং ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে[২] অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে লেবেডেফকেও নেপল্‌সে নিয়ে যাবেন স্থির করেন।

প্রুশিয়া-অষ্ট্রিয়া যুদ্ধের ফলে এক বছরের জন্য দূতাবাস ভিয়েনায় রাখতে হয়। এ সময় লেবেডেফ চাকরী ছেড়ে দিয়ে একাকী ইউরোপ পাড়ি দেন। তিনি জার্মান রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ফ্রান্স পরিভ্রমণ করে ইংল্যাণ্ড পৌঁছান।

১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Rodney জাহাজ ইংল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করল ভারতের পথে। ছ'মাস পরে নোঙর করল মাদ্রাজ বন্দরে। অগ্রবর্তী দলের অন্যতম যাত্রী হিসেবে রাশিয়ান সঙ্গীতজ্ঞ গেরাসিম লেবেডেফ পদার্পণ করলেন সেখানে।

ভারতবর্ষ সে সময় বহুমূল্য ধনভাণ্ডার হিসেবে প্রসিদ্ধ; কিন্তু ধনী হবার কোন আকাঙ্ক্ষাই লেবেডেফের ছিল না। কিছুকাল মাদ্রাজে থাকার পর[৩] তিনি কলিকাতা যান এবং সেখানে পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের (Pandit Golok Nath Dace) সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি একটি অভিধানের অনুবাদ করেন, হিন্দুস্তানী ও বাঙলা ভাষায় সংলাপ লেখেন এবং ভারতীয় কথ্যভাষার উপর একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। লেবেডেফ তৎকালীন বাঙলার শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী রুশ ভাষায় এবং Jodrell এর প্রহসন Disguise ও (সম্ভবত

Moliere-এর L'amour medicin এর ইংরেজীকৃত পুস্তক) Love is the Best Physician বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

আট বৎসর ধরে শিক্ষক এবং ছাত্র এক সঙ্গে কাজ করেন। একদিন গোলকনাথ দাস লেবেডেফকে তাঁর বাঙলায় অনুবাদিত ইংরেজি নাটক গুলিকে মঞ্চস্থ করতে উপদেশ দেন। তিনি এ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। এদেশে অষ্টাদশ শতকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে ভ্রাম্যমান অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছিল। লেবেডেফ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁর থিয়েটার ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গড়ে উঠবে, অথচ তার অন্তর্নিহিত সত্ত্বাটি হবে ভারতীয়। তিনি মঞ্চে সঙ্গীত, সঙ্ এবং নাচের প্রবর্তন করে সব রকম কৌতুক ও আনন্দ দানের ব্যবস্থা করেন, যেমন তদানীন্তন ভ্রাম্যমান যাত্রাদলের অভিনেতারা কলিকাতার পথে পথে দেখিয়ে বেড়াতো।

নাট্যকার লেবেডেফের পক্ষে স্বীয় গুণাবলী উপস্থাপনের যথোপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত। তিনি তাঁর অনুবাদ The disguise কেটেছেঁটে, তার মাঝে সঙ্ প্রবেশ করিয়ে ভারতীয় অভিনয়-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নতুন করে লিখলেন।[৪] প্রযোজক-লেবেডেফ অভিনেতা নির্বাচন করলেন এবং ইউরোপীয় নাট্যাভিনয়রীতি অনুসারে মহড়া নির্দেশ শুরু করেন। সঙ্গীতজ্ঞ-লেবেডেফ ভারতীয় লোকগীতির উপর ভিত্তি করে এ-নাটকে সুরারোপ করেন; এবং শিল্পী লেবেডেফ নিজেই অঙ্কন করেন এ-নাটকের দৃশ্যাবলী।

অবশেষে ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭ শে নভেম্বর সেই স্মরণীয় দিনটি হল উপস্থিত, যেদিন ২৫ নম্বর ডোমতলা লেনে (Domtolah Lane) লেবেডেফের ভাড়া নেয়া বাড়ীতে নতুন থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটিত হল। কক্ষে তিনশ দর্শকের বসার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু 'এত জন সমাগম হয়েছিল যে তা দিয়ে থিয়েটার হলটি তিনবার পূর্ণ করতে পারতাম' (লেবেডেফ)।

পরবর্তী বৎসর বেঙ্গলী থিয়েটারে আবার The Disguise মঞ্চস্থ

হয় এবং আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। এবং এই সাফল্যই তাঁর পক্ষে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থিয়েটারে'র সংগঠকগণ লেবেডেফকে একজন ক্ষতিকর প্রতিযোগী হিসেবে দেখতে শুরু করে।[৫] অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে 'কোম্পানী থিয়েটারের' সংগঠকবৃন্দ আনল অভিযোগ। ১৭৯৭ সালে লেবেডেফ মামলায় হেরে যান এবং বেঙ্গলী থিয়েটার নিলামে বিক্রি করা হয়।

১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর 'লর্ড টেলের্ণা' নামক জাহাজে লেবেডেফ ইউরোপের পথে যাত্রা করেন। বিদায়কালে তাঁর উল্লেখযোগ্য মালপত্র বলতে একটি বাণ্ডিলে কয়েকগজ ভারতীয় কাপড় মাত্র ছিল। তবুও লেবেডেফ ভারতবর্ষ থেকে ধনী ব্যক্তি হিসেবেই ফেরেন, কারণ তাঁর সঙ্গে ছিল নোটবইগুলো যাতে ছিল তার ধ্বনিতত্ত্বমূলক গবেষণা, অনুবাদ, ভারতীয় জীবনধারা রীতিনীতি সম্পর্কিত তথ্য এবং প্রথম বাঙলা থিয়েটারের কর্মসূচী ও দেয়ালপত্র।

আফ্রিকায় কিছুদিন অতিবাহিত করার পর ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ড পৌঁছান। এবং সেখান থেকে লেবেডেফ ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে Grammar of the Pure and Mixed Indian Dialects গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, যা সেকালের ইউরোপে ভারতীয় ভাষা-বিষয়ক প্রথম শিক্ষাগ্রন্থ।

সে বছরই লেবেডেফ রাশিয়ায় ফিরে এসে সেণ্ট পিটার্সবার্গে সংস্কৃত মুদ্রাক্ষরসহ একটি ছাপাখানা খোলেন। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি পূর্ব-ভারতীয় ভাষা, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্ম, দর্শন, আচার-আচরণ, ব্যবসা, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যসম্বলিত Obejective Contemplation of the Systems of the Brahmins in Eastern India গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। লেবেডেফ কল্যাণকামী জনগণের বন্ধুত্ব আরো সুদৃঢ় করার জন্য তাঁর সারাটি জীবন উৎসর্গ করেন, এবং এগ্রন্থটিও উক্ত আদর্শের উদ্দেশে উৎসর্গিত।

প্রথম রুশদেশীয় ভারতীয় ভাষাবিদ, কলিকাতার প্রথম বাঙলা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গেরাসিম লেবেডেফের এই হল জীবনকথা।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েট পত্রিকা New Times য়ুরী জাভাদস্কি কৃত ভারতীয় থিয়েটার বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এর কিছুদিন পর New Times পত্রিকা সম্পাদক ভারতীয় পণ্ডিত মহাদেবপ্রসাদ সাহার নিকট থেকে উক্ত প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুর দুচারটে ভুলত্রুটি নির্দেশকারী এক পত্র পান। তিনি উপসংহারে লেখেন 'এটা আকর্ষণীয় ঘটনা যে ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতায় প্রথম বাংলা থিয়েটার ২৫ নম্বর ডোমতলা লেনে গেরাসিম লেবেডেফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।'

বোঝা যাচ্ছে ভারতবাসীরা গেরাসিম লেবেডেফকে ভোলেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রেরণায় আমি লেবেডেফের জীবন ও কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে একটি নাটক লিখতে মনস্থ করি। এ বিষয়ে অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন : এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট প্রাচ্যভাষাবিদ, যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন—আই. এম. রেইজনার ; ডক্টর মহাদেব সাহা, যাঁর সঙ্গে সৌভাগ্যবশতঃ পত্রালাপে সক্ষম হয়েছি ; মস্কোর National Institute of Historical Archives-এর অধ্যাপকবৃন্দ, যেখানে আমি শিক্ষালাভ করছি ; এবং মস্কোর Young Spectators Theatre, যেখানে নাটকটির মহড়া চলছে।

'ভারত....আমার স্বপ্ন' (My dream···India), যেমন বলা হয়ে থাকে, তরুণদের জন্যে লেখা নাটক। এর মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে, লেবেডেফের জীবনী ও কার্যাবলী ; এবং দেখানো হয়েছে, জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির জন্য কিভাবে তা উৎসর্গিত হয়েছে॥

১· গেরাসিম লেবেডেফ তাঁর Objective Contemplation of the System of the Pure and Mixed East Indian Dialets—গ্রন্থটির আত্মজীবনমূলক ভূমিকাতে তাঁর জন্ম তারিখটি উল্লেখ করেছেন, ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দ (দ্রষ্টব্য দেশ : ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৬৮)। অথচ রেজিনিস্কি চৈত্যলিপির তথ্য অনুসারে লেবেডেফের মৃত্যু তারিখ নির্দেশ করেছেন ১৫ই জুলাই ১৮১৭ ; বয়স ৭১ বৎসর। কিন্তু

হিসেবে হয়, যদি লেবেডেফের ভূমিকা অন্তর্গত তথ্য যথার্থ হয়, ৬৮ বৎসর সুতরাং লেবেডেফের জন্ম-মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। তাছাড়া C. E. Buckland তাঁর Dictionary of Indian Biography (London 1906) গ্রন্থে লেবেডেফ সম্পর্কে লিখেছেন '১৮১৫ সালের পর কোন এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।' এবং রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'তাঁর লেবেডেফ চর্চার নূতন পর্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন 'ইহার ১৭ বৎসর পর সেণ্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৮১৮ সালের ১৫ই জুলাই লেবেডেফ-এর মৃত্যু হয়॥ অনুবাদক ॥

২. লেবেডেফ তাঁর পূর্বভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '১৭৭৫ সালে যখন নেপলস-এ একটি মিশন প্রেরিত হয় তখন আমি আমার ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা মিটাবার সুযোগ পেলাম।' (দ্রষ্টব্য, ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৫৮)॥' অনুবাদক ॥

৩. গেরাসিম লেবেডেফ, বস্তুত পক্ষে, মাদ্রাজে দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন। মাদ্রাজ শহরের তদানীন্তন মেয়র তাঁকে বিশেষ সম্মান ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ভিয়েনাস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত গলিট্‌সিন ও নেপলস্‌-এর রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট এণ্ড্রু রাসুভস্কির দুটি পত্র। মাদ্রাজে দুবছর অবস্থান কালে লেবেডেফ মালাবারের ভাষা শিক্ষা করেন ও সঙ্গীত চর্চা করেন বলে পূর্বোক্ত গ্রন্থের আত্মজীবনমূলক ভূমিকাতে তিনি উল্লেখ করেছেন॥ অনুবাদক ॥

৪. লেবেডেফ কেন কেটেছেঁটে নতুন ভাবে নাটকটি মঞ্চোপযোগী করে ছিলেন তাঁর ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Grammar গ্রন্থের ভূমিকায় ··· and having observd that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave-solid sense however purely expressed—I therefore fixed on

those plays, and which were most pleasantly filled up with a group of watchman, 'chokey-dars', savoyards, 'canera'; thieves, 'ghonia; lawyers 'gumasta' the rest corps of pretty plunders. (Introduction P.P. vi) উদ্ধৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' : শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ব-সা-প মন্দির, দ্বিস ১৩৪৬॥ অনুবাদক।

৫. নাটক মঞ্চায়ণ সংক্রান্ত বিপর্যয় (যা ইস্ট ইণ্ডিয়া থিয়েটার-এর সংগঠক-বৃন্দের বিপক্ষতার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল) সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় তদানীন্তন লণ্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত ভোরোসভকে লিখিত লেবেডেফের একটি পত্র থেকে। পত্রটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়, দশ পত্রিকার ১৩৬২ সালের সাহিত্য সংখ্যায়। এ থেকে যা জানা যায় তা হ'ল লেবেডেফ কলিকাতায় নাট্যশালা স্থাপনের অনুমতি পান বড় লাট স্যার জন সোরের কাছ থেকে। The disguise এর সার্থকতা এবং লেবেডেফ কর্তৃক ইংরেজি নাটক মঞ্চায়ণের প্রয়াসই ইস্টইণ্ডিয়ান নাট্য সংগঠকদের উত্তেজনার কারণ। একটি নাট্যশালার কর্মকর্তা টমাস রোওয়ার্থ, তাঁর চিত্রকর জোসেফ ব্যাট্‌ল্‌ এর সঙ্গে পরামর্শ করে ষড়যন্ত্র করলেন। ব্যাট্‌ল্‌ কৃত্রিম অনুনয় করে লেবেডেফের শরণাপন্ন হল। লেবেডেফ কেবল তাঁকে আশ্রয় দিলেন তা নয়, বরং তাঁর মালিকানার অর্ধাংশ দিতে রাজি হলেন, যদি তাঁর সঙ্গে ব্যাট্‌ল্‌ যোগ দেয়। ব্যাট্‌ল্‌ নাট্যশালার পরিবর্তনের ছুতো ধরে দৃশ্যপট নষ্ট করলো, এবং লেবেডেফের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে রোওয়ার্থের থিয়েটারে ফিরে এল। বাধ্য হয়ে, লেবেডেফ কোর্টের সাহায্যপ্রার্থী হলেন; অথচ কিছুই হোল না।

লেবেডেফের অবস্থা ক্রমশঃ বিপন্ন হতে থাকে। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭ মার্চের একটা চিঠিতে জানা যাচ্ছে, তাঁরই এক কর্মচারীর নিকট তিনি ২৪০ টাকা ঋণী। এর দশদিন পর ২২৭ টাকার ঋণ শোধের অক্ষমতায় তিনি গ্রেপ্তার হলেন। অবশেষে মামলা চালাতে যেয়ে লেবেডেফ সর্বস্বান্ত হলেন। ১৭৯৭-এর অক্টোবরে মামলা চালানোর মত অর্থও তাঁর ছিল না। অবশেষে মাস থানেক পর তিনি স্যার জন সোরের নিকট এক পত্র দেন :

The Honarable Sir John Shore Baronet
Governor General and Supreme council at Fort William in Bengal.

Honarable Sir,
The situation of my affairs, in combination with a precarious state of health determinate (?) me to attempt to retrieve both by a return to Europe. I humbily solicit the Indulgence of this Honarable Board to order me to recived as a private Passenger on board the Hon'ble English East India compapy's ship LORD THURLOW capt. Thomson now on the point of sailing ... ... G. Lebedeff.

(দ্রষ্টব্য, সাহিত্যসংখ্যা, দেশ, ১৩৬২)। ভারতবর্ষ ত্যাগের সময় লেবেডেফের আনুমানিক বয়স ছিল ৪৭ থেকে ৫০ এর মধ্যে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য, 'লেবেডেফ চর্চার নূতন পর্ব : রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত' দেশ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ ॥ অনুবাদক ॥

অনুবাদ : আকরম হোসেন